JAN. 8 –

আড়াই কোটি ছাত্রছাত্রীর হাতে এখনও পাঠ্যপুস্তক পৌঁছেনি॥ অবৈধ নোট বইয়ে বাজার সয়লাব

মাসুদ কামাল

শিক্ষাবর্ষের প্রথম সপ্তাহ অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও দেশের আড়াই কোটি ছাত্রছাত্রীর হাতে এখনও পাঠ্যপুস্তক পৌঁছেনি। পাঠ্যবই না পাওয়া গেলেও ইতোমধ্যে বাজার ছেয়ে গেছে অবৈধ নোট এবং গাইড বইয়ে। পাঠ্য বইয়ের তুলনায় ৪ থেকে ৫ গুণ বেশি মূল্যের এসব নোট বা গাইড বই নতুন সিলেবাসের হলেও গুণগত বিবেচনায় খুবই নিম্নমানের। পাঠ্যপুস্তক সঙ্কট নিয়ে ইতোমধ্যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন দেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবিগণ। একাধিক সংগঠন অনশন-বিক্ষোভের মতো কর্মসূচীও গ্রহণ করেছে।

প্রথম থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তকের চলমান তীব্র সঙ্কট এবং এ নিয়ে সকল মহলের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা কিন্তু টেক্সট বুক বোর্ড কিংবা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে কিছুমাত্র স্পর্শ করেনি। বোর্ডের সদস্য (পাঠ্যপুস্তক) বিপুল সরকারী অর্থব্যয়ে পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে দাবি করছেন শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই নাকি ছাত্রছাত্রীদের হাতে বই পৌঁছে যাবে! অথচ সিংহভাগ পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের একক দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে একবার বলা হয়েছে, ১৫ জানুয়ারির মধ্যে বই বাজারে যাবে, পরে আবার বলা হয়েছে জানুয়ারির শেষ সপ্তাহের কথা। এ সব বিভ্রান্তিকর আশাবাদের বিপরীতে বাস্তব পরিস্থিতি হচ্ছে ভয়াবহ। প্রাথমিক স্তরের সাড়ে ৫ কোটির বেশি বইয়ের মধ্যে বড়জোর দুই কোটি ছাপা ও বাধাই শেষ হয়েছে। আর মাধ্যমিক স্তরে প্রকাশনায় একক দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানটি এখনও পর্যন্ত বোর্ডের কাছ থেকে সেল পারমিশনই নেয়নি। নিয়ম অনুযায়ী কমপক্ষে ৭০ শতাংশ পুস্তক সম্পূর্ণ তৈরির পর সেল

(১১- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

আড়াই কোটি ছাত্রছাত্রীর

(১২-এর পাতার পর)

পারমিশনের জন্য আবেদন করা যাবে। নির্ভরযোগ্য সূত্র অনুযায়ী, মাধ্যমিক স্তরে এ পর্যন্ত বড়জোর ৩০ শতাংশ বই তৈরি হয়েছে। এ সব বিষয় বিবেচনায় রাখলে আগামী মাসেও চাহিদা অনুযায়ী বই সরবরাহ সম্পূর্ণ করা যাবে কিনা সন্দেহ।

পাঠ্যপুস্তকের সরবরাহ একেবারে শূন্যের কোটায় হলেও ছাত্রছাত্রীদের চাহিদা কিন্তু অন্যান্য বছরের চেয়েও বেশি। এর কারণ হচ্ছে, এবার সরকারই বিজ্ঞপ্তি দিয়ে মাধ্যমিক স্তরের পুরনো সকল বই বাতিল করে দিয়েছে। ফলে সকল ছাত্রছাত্রীকে নতুন বই কিনতে হবে। এছাড়া এবার ঈদ আগে শেষ হয়ে যাওয়ায় জানুয়ারির ৩ তারিখ থেকে সকল স্কুলের ক্লাস শুরু হয়ে গেছে। বাস্তবে ক্লাসগুলোতে ছাত্রছাত্রীরা এখন কোন প্রকার বই ছাড়াই যাচ্ছে। শিক্ষকরা বড়জোর বাংলা-ইংরেজী-ব্যাকরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখছেন তাঁদের শিক্ষাদান কার্যক্রম। না জেনে দু'একজন অভিভাবক বাজার থেকে পুরনো বই কিনলেও ক্লাসে তা কোন কাজেই লাগানো যাচ্ছে না।

পাঠ্যপুস্তকের এই সঙ্কটকে কেন্দ্র করে এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী সর্বশক্তি নিয়ে নেমে পড়েছে অবৈধ নোট বা গাইড বই বিক্রিতে। দেশের আইন অনুযায়ী প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নোটবই প্রকাশ, বিক্রি কিংবা সংরক্ষণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কিন্তু উক্ত স্বার্থান্বেষী প্রকাশকরা 'গাইড বই' নামে এসব নোট বই-ই বিক্রি করছে প্রকাশ্যে। সেই সঙ্গে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, তাদের দাবি অনুযায়ী গাইড বইগুলো সব রচিত হয়েছে নতুন কারিকুলাম অনুযায়ী। যে বই এখনও বাজারেই যায়নি তার নোট বই প্রকাশের এই বিস্ময়কর ঘটনার পিছনে রয়েছে বোর্ডেরই এক শ্রেণীর দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারীর কালো হাত। এরা উৎকোচের বিনিময়ে অসাধু প্রকাশকদের কাছে পাচার করে দিয়েছে নতুন সিলেবাসের পাঠ্যপুস্তকগুলো। বাজার সয়লাব হয়ে যাওয়া এসব গাইড বইয়ের মূল্যও ধরা হয়েছে আকাশচুম্বি। প্রশ্ন-উত্তর ভঙ্গিতে লেখা একাধিক গাইড বইয়ের লেখা কাগজ এবং মুদ্রণের মানও অতি নিম্ন।

এদিকে একাধিক প্রকাশক অভিযোগ করেছেন, বেক্সিমকো টেন্ডারের শর্তের চেয়ে অনেক নিম্নমানের কাগজে পাঠ্যপুস্তক ছাপছে। শুরুতে কথা ছিল, মাধ্যমিক শ্রেণীর বইগুলো খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলের কাগজে ছাপতে হবে। এ কাগজের মিল রেট নির্ধারিত হয়েছিল প্রতি রিম ৪৫০ টাকা। পরবর্তীতে খুলনা মিল চাহিদা অনুযায়ী সব কাগজ দিতে পারবে না ভেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকাশকগণ ৪৮ গ্রাম বিদেশী নিউজ প্রিন্টে ছাপার প্রস্তাব করে। সে অনুযায়ী রাজিও হয় বোর্ড। কিন্তু বাস্তবে এখন দেখা যাচ্ছে, বিপুলসংখ্যক বই ছাপছে তারা প্রতিরিম বড়জোর আড়াই শ' টাকা মূল্যের দেশী নিম্নমানের নিউজপ্রিন্ট কাগজে। এভাবে তারা তাদের বাড়তি লাভের বিষয়টিও নিশ্চিত করে নিয়েছে। ফলে দেড়-দু'মাস পরে ছাত্রছাত্রীরা যদি শেষ পর্যন্ত পাঠ্যবই পায় ও সে সব হবে অতি নিম্নমানের।

এ দিকে দেশব্যাপী পাঠ্যপুস্তক সঙ্কটের কারণে উদ্বেগ প্রকাশ করে শামসুর রাহমানসহ দেশবরেণ্য বুদ্ধিজীবীদের বিবৃতির পর এখন অনেকে নানা কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে এসেছে। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন মহানগরী শাখা গতকাল রবিবার মুক্তাঙ্গনে করেছে প্রতীক অনশন। বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন টেক্সট বুক বোর্ডের সামনে করেছে বিক্ষোভ সমাবেশ। সমাবেশে নগরীর বিভিন্ন স্কুল থেকে বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রী স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাজির হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ পাঠ্যপুস্তক সঙ্কটে উদ্বেগ প্রকাশ করে বিবৃতি দিয়েছে। আগামীকাল মঙ্গলবার সকালে ঢাকার মুক্তাঙ্গনে ছাত্রদলের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হবে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল। সমাবেশ এবং মিছিলের এই কর্মসূচী একই সঙ্গে পালিত হবে দেশব্যাপী সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে।